Book Review

বিষয় – নাটক

শিরোনাম- মহলা

সম্পাদনা- কৌশিক চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক- থিয়েট্রিক্যাল ও সহজপাঠ

প্রকাশ- ২৭ মার্চ, ২০১৫

দাম- ৩০০ টাকা (পেপার ব্যাক)

চাঁদের মাটিতে পা দিয়ে নিজের অনুভূতি ঠিক কি হচ্ছে তা বিশ্বকে জানিয়ে নীল আর্মস্ত্রং বলেছিলেন, "That's one small step for (*a)* man, one giant leap for mankind." সম্প্রতি ২০১২য় বিবিসি-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তাঁর ভাই জানিয়েছেন, কথাগুলো বলার জন্য দাদা মহলা দিয়েছিলেন। অবাক হওয়ার কিছু নেই। আর্মস্ত্রং নিজের কথাকে যতই স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারণ বলে দাবী করে যান না কেন, আমরা উনার ভাইয়ের স্বীকারক্তিতে খুশিই হই। এতে তো আর্মস্ত্রং-এর সাফল্য কমে না। চাঁদের বুকে পা দেওয়ার অনুভূতিকে ভাষায় প্রকাশ হোক বা প্রেম নিবেদন, কম বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজের আগে আমরা প্রত্যেকেই মহলা দিয়ে থাকি। কাম্য ফল পেতে মহলা জরুরী। নাটকের জন্য জরুরী তো বটেই। কারণ নাটক প্রয়োগ মূলক। কারণ নাটক তাৎক্ষণিক। লিখিত নাটক কেমন করে মঞ্চে প্রয়োগ করা হবে যা দর্শকের তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতাকে স্মরণীয় করে রাখবে? -প্রত্যেক নাট্যপরিচালককেই বিষয়টি ভাবায়। ভাবায় অভিনেতাকে কেমন করে তিনি তৈরি করবেন মঞ্চের জন্য, কেমন করে হবে ‘ব্লকিং’, কেমন করে লিখিত নাটকটি প্রয়োগ করবেন ‘স্পেস’কে কাজে লাগিয়ে, ‘মুভমেন্ট’ আর ‘রিদম’ কেমন করে নিয়ন্ত্রিত হবে, ধ্বনি আর আলো, পোশাক আর মঞ্চসজ্জা কেমন করে হয়ে উঠবে পরিপূরক, ‘রান থ্রু রিহার্সাল’ কবে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

বর্তমানে বাংলা মঞ্চাভিনয়ের জগতে রাজধানী আর জেলার মিলিয়ে হাজারেরও বেশী ছোট-বড় দল কাজ করছেন। তাঁদের কাজ দেখেই বোঝা যায় বোঝা যায় মহলায় কে কতটা সময় দিয়েছেন। মহলার পদ্ধতি ও প্রয়োগগত তারতম্যের ভেদেই যে দলগুলির কাজ ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা পায় তা হয়ত সব দলের কর্ণধাররা জানেন না। অথবা নিজেদের ক্ষমতা ও দুর্বলতার দিকগুলি জানলেও মহলা পদ্ধতির পরিবর্তন-পরিমার্জন করার মত সাহস বা শক্তি অর্জন করে উঠতে পারেন না। এঁদের অনেকেই একলব্যের মত এগিয়ে চলেন মনমত পরিচালক বা দলের কাজকে সামনে রেখে। অথচ প্রিয় দলের মহলা কক্ষে ঢুকে পরিচালকের কাজ করার কৌশল রপ্ত করার সৌভাগ্য অধিকাংশেরই হয় না। উদ্দেশ্য মহৎ হলেও একটা বড় সমস্যা তাঁরা বয়েই বেড়ান আজীবন। কাম্য 'থিয়েট্রিকাল মুভমেন্ট' বা 'থিয়েট্রিকাল মোমেন্ট' অধরাই থেকে যায়। অগত্যা ভরসা কর্মশালা। সেখানে চিরকাল 'অভিনয়'-ই গুরুত্ব পায় বেশী। অতএব হবু পরিচালক আঁকড়ে ধরেন বই। বই পড়েই যদি কিছু শেখা যায়।

বাংলায় নাটক পরিচালনা বিষয়ে ভালো বই কম। আর বাকি সব বইয়ের ভাষা বিদেশী। কিছু অনুবাদ গ্রন্থ আছে। কিন্তু তা বিশিষ্ট নাট্য ব্যাক্তিত্বের নিজস্ব উপলব্ধি। তার উপর 'শুধু পড়ে পরিচালক হওয়া যায় না। পড়া শেষ করে সমস্ত বিষয়টা বুঝে উঠতে পারলেও পরিচালক হওয়া যায় না। বড় জোর জ্ঞানী বা বিশেষ জ্ঞানী হতে পারেন এবং নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতা থাকলে সমালোচক হতে পারেন। পরিচালনা ব্যাপারটা নির্ভর করে প্রয়োগের উপর।' প্রয়োগের জন্যই জরুরী মহলা। চার দশক আগে 'নাটক পরিচালনা' গ্রন্থের ভূমিকায় কথাগুলো বলেছিলেন প্রকাশ নন্দী । তাঁর বইটি পড়েননি বাংলায় এমন নাট্যপরিচালক কম আছেন। এই বইটিতেই প্রথম গুরুত্বের সঙ্গে মহলা বিষয়টি আলোচিত হয়। মানতে তো হবেই পারফরমিং আর্ট বড্ড বেশী গুরুমুখী। বই পড়া বিদ্যে অল্পই কাজে লাগে এখানে। প্রতিনিয়ত নিরীক্ষাই এর মূল চালিকা শক্তি। তবু বই লাগে, কেননা জীবন অল্প সময়ের। কাজের সময় তার চেয়েও অল্প। সম্পন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে সব সময় দেখা হয়েও ওঠে না। স্থান ও কাল বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আর বিশিষ্ট মানুষদের লেখা সব ভালো ও কাজের বই পড়ে শেষ করা এক জীবনের কাজ নয়। অতএব ভরসা করতে হয় এমন এক একটি বইকে যা বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ এনে দেয় এবং পাঠককে নিজের গন্তব্য বেছে নিতে সাহায্য করে। আমাদের হাতে এই মুহূর্তে এমন একটি বই এসে পৌঁছেছে যা বাংলা নাটকের বর্তমান ও ভবিষ্যতের পরিচালকদের এমনি উপায়ে সাহায্য করতে পারে। কৌশিক

চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘মহলা’ গ্রন্থটি আলোচ্য বিষয়ে পথপ্রদর্শক হয়ে উঠবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

সাড়ে তিনশো পাতার এই গ্রন্থে মোট প্রবন্ধের সংখ্যা আঠাশ। জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক স্তর পর্যন্ত মঞ্চাভিনয়ের ‘মহলা’ নামক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সাতটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে। মহলা বিষয়ে দেশীয় ঐতিহ্যের ভাবনা চিন্তা থেকে যাত্রা মঞ্চের বিবর্তন; পুতুল নাটক, শিশু নাটক, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদের নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা বিনিময়; বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা নাটকের প্রাণপুরুষ শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাদল সরকারের মহলা পদ্ধতি; বাংলা নাটকের বিশিষ্ট জনের মহলা বিষয়ে মতামত; স্তানিস্লাভস্কি-ব্রেশট-ব্রুক-বোয়ালের মহলার তুলনামূলক আলোচনা; আছেন অনুবাদ অংশে ব্লুম থেকে মারোউইৎজ -তাঁদের নিজেদের লেখা নিয়ে; আর আছে মামুনুর রশিদের সাক্ষাৎকার। -ঘাবড়াবার কিছু নেই। প্রত্যেকটি অংশই একে অপরের পরিপূরক। লিখেছেন এক একটি বিষয়ের দিকপালরা। এক মলাটে পাঠকের কাছে হাজির মহলার বিস্তীর্ণ ময়দান। সেখানে নানা মত, নানা মতবাদ, নানা মুখ, নানা মুখরতা। অনুবাদগুলিও প্রাঞ্জল। একটানা পড়তে কোন অসুবিধা হয়না।

পরিচালক আর কলাকুশলীরা মিলে নাট্য নির্মাণের উদ্দেশ্যে যে মহাযাত্রায় বের হন সে পথ যে কুসুমাস্তির্ন নয় এই বইয়ের পাতায় পাতায় তার বর্ণনা আছে। সে পথ চলা যত কঠিনই হোক না কেন তা ভ্রমণ কাহিনীর মতই রোমাঞ্চকর। ভালো বইয়ের একটি লক্ষণ হল যে কোন পাতা থেকে পড়তে শুরু করলে আর থামা যায় না। ‘মহলা’ গ্রন্থটিতে সেই জাদু আছে। গ্রন্থসম্পাদক কোন বিশেষ ইজম-এ আটকে যাননি। ফলে পাঠকের স্বাধীনতা অনেক বেশী। একাধিক ভাবনার বিনিময়ে ভবিষ্যতের পরিচালক বেছে নিতে পারবেন নিজের পথকে। মহলা পদ্ধতি কতদূর পথ ইতিমধ্যেই হেঁটে ফেলেছে সে সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণাও পাবেন পাঠক।

গ্রন্থের অনুবাদ অংশে একমাত্র মাইকেল ব্লুমের লেখাই দু বার পাই। আলোচনা দুটি ভীষণ জরুরী হলেও এমন একটি গ্রন্থে যে কোন একটি লেখাকে বেছে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত হত। গ্রন্থের অন্যান্য আলোচনার পাশে শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, অবন্তী চক্রবর্তীর আলোচনা বড্ড ছোট। মহিলা পরিচালকদের আরও কয়েকজন বইটিতে জায়গা পেলে ভালো লাগত। পিটার ব্রুক ও গ্রোতোস্কির আলোচনা সারা হয়েছে ক্ষুদ্র পরিসরে। যদি গ্রন্থের শিরোনামের দিকে নজর

রাখি তবে আমাদের বিচারে কাবেরী বসু রচিত ‘আউগুস্তো বোয়াল : রিহার্সালের মধ্য দিয়ে’ রচনাটি এই গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

আশা করা যায় এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ খুব তাড়াতাড়ি বাজারে আসবে। সম্পাদককে অনুরোধ, সেই সময় নবীনদের কথা মাথায় রেখে গ্রন্থে আলোচিত পরিচালকদের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী যোগ করার পাশাপাশি যদি মহলা বিষয়ে নির্বাচিত কিছু গ্রন্থের তালিকা (মাত্র চারটি আছে!) ও ওয়েব রেফারেন্স যুক্ত করা হয় তবে গ্রন্থটির শ্রী বৃদ্ধি হয়। পেপারব্যাক হিসেবে বইটির গঠন ও ছাপা চমৎকার। দোষ একটাই, ব্লার্বের লেখার রঙ নির্বাচন যথাযথ হয়নি। পড়তে পারা যায় না। উদ্ধৃতিদুটিও ইংরেজিতে। বইটি হাতে নিয়ে পাঠকের চোখ সূচিপত্রে না গিয়ে যদি ব্লার্বে পড়ে তবে রঙ ও ভাষা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এমন একটি সুসম্পাদিত গ্রন্থের পক্ষে যা বেমানান।

--সুব্রত ঘোষ ৯৫৩১৬১৪৩৪৮/ amarlekha2014subrata@gmail.com